

The background of the entire image is a dark, moody photograph of a study or library. In the lower-left foreground, a dark wooden desk is visible. On the desk sits a classic desk lamp with a brass base and a dark, adjustable shade, which is turned on, casting a warm, focused light. Next to the lamp is an open book with aged, yellowed pages. A quill pen and a small, dark object, possibly a gavel or a pen rest, are also on the desk. In the background, out of focus, are tall bookshelves filled with books. The overall color palette is dark, with deep blues, blacks, and browns, punctuated by the warm light of the lamp.

THE SILENCE BEFORE THE BANG

Action without noise.

Ferdinando



Wall Street: ধামাকার আগের নীরবতা

প্রতিটি শুরু উদ্দীপনার জন্ম দেয়। অজানা আমাদের দিকে এগিয়ে আসে না; আমরাই তার দিকে এগোই। অনুভূতিটা সুন্দর। অ্যাড্রিনালিন, ডোপামিন আর তাদের গোটা পরিবার অনায়াস প্রত্যয়ে আমাদের সামনে ঠেলে দেয়। থেকে যায় ছোট ছোট, অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, সব একই উদ্দেশ্য থেকে জন্মানো। তারা কোনও ট্রেড, কোনও ছক, কোনও ফরম্যাট অনুসরণ করে না। তারা নিজেরাই একটা তৈরি করে।

তারপর আসে ফলের প্রত্যাশা। এটা কাজের স্বাভাবিক পরিণতি। ত্যাগ, পরিশ্রম আর টেলে দেওয়া সময় যেন সব সময়েই বদলে কিছু একটা চায়। কখনও ফলাফল নিজের আগমন ঘোষণা করে কোলাহলের মধ্য দিয়ে: সেই পরিসর, যেখানে ঘটনাগুলো একটা দৃশ্যমান প্রভাব ফেলেছে। আবার কখনও সে আসে নীরবতার মধ্য দিয়ে: সেই পরিসর, যেখানে ঘটনাগুলো প্রভাব ঠিকই ফেলেছে, কিন্তু আমাদের টের পেতে দেয়নি। দুটোকে ছবছ এক মনে হতে পারে, কিন্তু তারা এক নয়।

কোলাহল জন্ম দেয় কণ্ঠস্বর, সমালোচনা, শব্দ, সামাজিক সংকেত, ঘোষণা আর বিস্ফোভের। নীরবতা তৈরি করে সেই একই নড়াচড়া, শুধু আমাদের চোখের আড়ালে। অথচ এই দুই জগতের মিলনভূমি প্রায়ই একটাই জিনিস: টাকা। সে নানা রূপে দেখা দেয়। একটা সাক্ষাৎকার। একটা বিজ্ঞাপন। একটা সম্মেলন। কিন্তু সবচেয়ে বাস্তব, সবচেয়ে কম প্রতীকী আর সবচেয়ে বেশি চালু রূপটা হল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। যা স্বস্তি আর অস্বস্তি দুইয়েরই জন্ম দিতে পারে, যদিও প্রায় সব সময়েই তার প্রভাব সাময়িক।

আর আমি তখন, অগস্টের এক গরম, ভ্যাপসা সন্ধ্যায়, শুতে যাব বলে আগেই ঠিক করে ফেলেছি। তার বদলে কী করলাম? লাফিয়ে উঠলাম, ডেস্কের কাছে গেলাম, কম্পিউটার খুললাম, আর এই ভাবনাটা লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু কেন? আমার কোনও প্রকল্প নেই, প্রত্যাশা নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। যা আগে থেকেই আমার, তা দিয়েই আমি বাঁচি, আর সেটুকুই যথেষ্ট। জীবন বদলে ফেলার আশা আমি করি না, আর আমার নিজের অস্তিত্বের মধ্যে আলোগুলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য রোজ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

তা হলে হয়েছিলটা কী? আমি সবে আমার ওয়েবসাইটের ট্র্যাফিকের তথ্য দেখে উঠেছিলাম। কতজন এল, কোন কোন দেশ থেকে এল, কোন কোন পাতা ঘুরে দেখল, তা দেখার মধ্যে একরকম আনন্দ আছে। আর এ সবই এটা জেনে যে আমি কোনও বিক্রির খোঁজে নেই, কারণ আমি ঠিক করেছিলাম সাহিত্য বেচব না, তা থেকে রোজগার করব না। বেজোসের ছেলেপুলেরা সে কাজ আগে থেকেই করছিল। ওটা কোনওদিনই আমার কাজ ছিল না।

গত কয়েক দিনে ওয়েবে 80% পতন ধরা পড়েছিল। সার্বিক ধস। কোনও কথোপকথন নেই। কোনও ইমেল নেই। বাইরের কোনও চিহ্ন নেই। পড়ে ছিল শুধু নীরবতা। এমন এক নীরবতা, যা কথা বলছিল আর একটা

বিশ্বেগরণের ঘোষণা দিচ্ছিল। ভূমিকম্প আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছিল। আর প্রকৃতি কদাচিৎ ভুল করে। কিন্তু আমি চিন্তিত ছিলাম না। আমি শুধু হাসিতে আর ভাবনায় ভরে ছিলাম, আমার সঙ্গে কী ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে সচেতন। ওটা ছিল ধামাকার আগের নীরবতা।

অনেকের কাছে ওটা ছিল কাজ ছাড়া কোলাহল। আমার কাছে ওটা ছিল কোলাহল ছাড়া কাজ। তারপর, ভোরবেলা, কেউ দরজায় টোকা দিল। কুরিয়ার নয়। একটা চিঠি। লাল মোম দিয়ে সিল করা। প্রেরকের নামটা সরল: ডিনামাইট। কিন্তু আমি সেটা প্রেরকের কাছেই ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। আমি শুধু ধামাকাগুলোর আশায় ছিলাম। অতটার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না।

হেদির্নান্দে